যায়যায়দিন

তারিখ JUL 28 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

টাঙ্গাইলে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এইচএসসি পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির অভিযোগ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের ভুঞাপুর উপজেলার লোকমান ফকির মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক জহিরুল ইসলাম এবারের (২০০৬) এইচএসসি পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির মাধ্যমে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ওই শিক্ষক ভুঞাপুর কেন্দ্র-২ (শমসের ফকির কলেজ)-এ অনুষ্ঠিত ইংরেজি পরীক্ষা শেষে ওই কেন্দ্রের এক অসৎ কর্মচারীর মাধ্যমে খাতার প্যাকেটের ওপর বিশেষ চিহ্ন দিয়ে বোর্ডে পাঠান। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারী সেই চিহ্নযুক্ত প্যাকেটগুলো আলাদা করে রাখে। খাতা রুটিনের সময় তাদের যোগসাজশে বোর্ডের পরীক্ষক হিসেবে ওই শিক্ষক নিজের এলাকার পরীক্ষার্থীদের খাতা নিয়ে আসেন।

অভিযোগ রয়েছে, তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবার ৪০০ খাতার স্থলে ৮০০ খাতা আনেন। খাতাগুলোর প্রথম পাতা ফটোকপি করে পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাতের লেখা শনাক্ত করে এবং তাদের কাছ থেকে চার থেকে ছয় হাজার টাকা নিয়ে পরীক্ষার্থীদের পাস ও ভালো নাম্বার পাওয়া নিশ্চিত করেন। এ ব্যাপারে তাকে একই কলেজের এক ডেমনেস্ট্রেটরসহ আরো দু'জন সহযোগিতা করে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

যারা ওই শিক্ষকের প্রত্যাশা অনুযায়ী টাকা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তারা যাতে বিষয়টি ফাঁস না করে সেজন্য তাদের পাস নাম্বার দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন ওই শিক্ষক। এদিকে খাতা জালিয়াতির বিষয়টি জানাজানি হলে ভুঞাপুরসহ টাঙ্গাইলে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং এ ব্যাপারে অভিযোগ যায় কলেজ গভার্নিং বডির কাছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ জুলাই কলেজ গভর্নিং বডির এক সভায় অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফাকে প্রধান করে কমিটি গঠন করে ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৭ জুলাই ভুঞাপুর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক সালিশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত অন্য দু'জন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, তারা শতাধিক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে ইংরেজিতে পাস মার্ক ও ভালো নাম্বার পাইয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একেকজনের কাছ থেকে চার থেকে ছয় হাজার টাকা নিয়েছেন। সেখান থেকে দুই হাজার টাকা নিজেরা রেখে বাকি টাকা ডেমনেস্ট্রেটর মাসুদ রানার হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর থেকে শিক্ষক জহিরুল ইসলাম কলেজে অনুপস্থিত। এ ব্যাপারে জহিরুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগ মিথ্যা বলে জানান। কলেজে তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে বলেন, চোখের সমস্যার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কলেজে যাচ্ছি না।